CBCS B.A BENGALI (HONS) SEM- 3 CC-5

C5T: উনিশ- বিশ শতকের প্রবন্ধ ও কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস এবং আখ্যান সাহিত্য পাঠ

TOPIC- খ. উনিশ ও বিশ শতকের কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস/ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali

.....

বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী তরুণ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সম্পর্কে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—"হেমচন্দ্রের প্রধান পরিচয়—তিনি একজন দেশপ্রেমিক যশস্বী কবি। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্র-সংহার কাব্য।'' বৈষ্ণব কবিদের মাধুর্য, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের সারল্য, কবিকঙ্কণের চরিত্র অঙ্কন ক্ষমতা, ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য ও ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ- রসিকতাকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১)। দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু'-র (১৮৬৪) বিষয় স্বদেশপ্রেম। নায়কের মনোবেদনার মধ্য দিয়ে যেন লেখকের নিজের কথাই প্রকাশিত হয়েছে—

এবে সেই দেশমান্যা ভারতবক্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে।

লক্ষতরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,

বাণিজ্য করিব ছারখার।

তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ

প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ।।

উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত অনেক বাঙালি যুবকের মনেই এই আশা জেগেছিল। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি রয়েছে 'কবিতাবলী'তে (১৮৭০)। 'ভারতসঙ্গীত' শীর্ষক কবি একটি দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন যা সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মাইকেলের অনুসরণে লেখা দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ১-১১ সর্গ, প্রকাশকাল- ১৮৭৫; দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ১২-২৫ সর্গ যা মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। দৈবশক্তির সঙ্গে দানব শক্তির সংগ্রাম এই কাব্যের প্রধান বিষয়। বৃত্র কর্তৃক স্বর্গজয় ও দেবতাদের পরাজয় এই লেখায় সাড়ম্বরে বর্ণিত হলেও মধুসূদনের মত তিনি সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটাতে চান নি; বৃত্রাসুরের পতন হয়েছে। শচীহরণের মতো অন্যায় কাজ করেছেন বলেই শিবের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। এই কাব্যে মেঘনাদবধের ছাপ স্পষ্ট। মধুসূদনের কাব্যের সীতা ও সরলা হেমচন্দ্রের কাব্যে শচী ও চপলায়

পরিণত হয়েছে। বৃত্রসংহারের অষ্টাদশ সর্গে ‘ঐন্দ্রিলার শচী-সন্নিধানে যাত্রা মেঘনাদবধে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশের সংক্ষিপ্ত অনুসরণ।’ দধীচির আত্মত্যাগ বা বিশ্বকর্মার কর্মশালার বর্ণনায় কবি তাঁর কল্পনাপ্রতিভার পরিচয় দিলেও বিষয়োচিত গাম্ভীর্যকে সবসময় রক্ষা করতে পারেননি। কাব্যটি অকারণ দীর্ঘ ও গঠনের দিক থেকে শিথিল প্রকৃতির। তবে দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে এই কাব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এবং মধুসূদনের পরেই কবিপ্রতিভার দিক থেকে আমাদের তাঁর কথা মনে পড়ে।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যের মধ্যে ‘আশাকানন’ (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০) উল্লেখযোগ্য। এদুটি দান্তের ‘দিভিনা কোমোডিয়া’র অনুসরণে লেখা। ‘বিবিধ কবিতা’ বইতে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি রয়েছে। এছাড়া তাঁর লেখা পৌরাণিক কাব্য ‘দশমহাবিদ্যা’ ও নীতিমূলক কবিতার সংকলন ‘চিত্তবিকাশ’। কবির খ্যাতি একসময় গগনস্পর্শী ছিল। উনিশ শতকের বাঙালির স্বদেশচিন্তা ও সামগ্রিক মূল্যবোধের ছবি ধরা পড়েছে ছন্দকুশল হেমচন্দ্রের লেখায়। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছিলেন—‘বাঙালি যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।’

সুকুমার সেন মনে করেছেন ‘ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়া হেমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী’।

.....